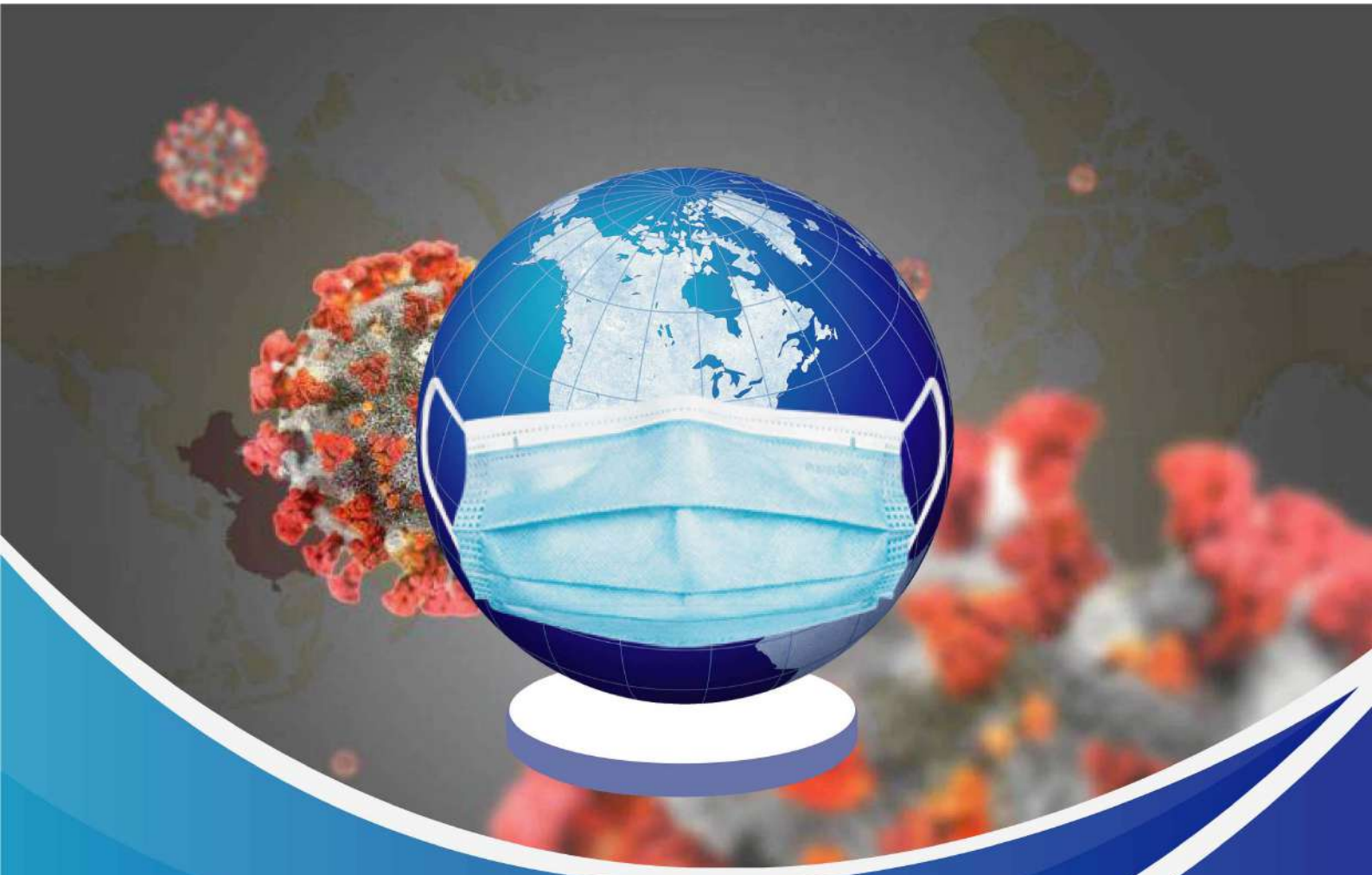

পাথওয়ে

স্থাপিত-১৯৯২

কোভিড-১৯

করোনাভাইরাস ও পাথওয়ে

www.pathwaybd.org

নির্বাহী পরিচালকের কথা

প্রিয় দেশবাসী, আসসালামু আলাইকুম। যে কোন দুর্যোগ মাহামারি প্রকৃতির এক নির্মম তান্ডব। কখন কিভাবে এই অপার সুন্দর পৃথিবীকে দুমড়ে-মুচড়ে একাকার করে দেয় কেউ তা বলতে পারে না।

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশের মানচিত্র অর্জনেও রয়েছে অনেক ইতিহাস। পাকিস্তানের সাথে ১৯৭১ সালে আমাদের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করতে পারি নাই। লোক মুখে শুনেছি সেই যুদ্ধের অনেক করুণ ও বিভৎস কাহিনী। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলার দামাল ছেলেরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে শত্রুমুক্ত করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সু-প্রতিষ্ঠিত করে। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। সাত কোটি বাঙালী থেকে আজ আমরা ১৮ কোটি বাঙালী। হাঁটি হাঁটি পা পা করে অনুন্নত দেশ থেকে স্বল্পউন্নত দেশে রূপ লাভ করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু হঠাৎ কোভিড-১৯ নামে এক মরণঘাতক অদৃশ্য শত্রুর আগমন, যার প্রভাবে গোটা পৃথিবীর সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। ধনী দেশগুলো বে-সামাল হয়ে পড়ে চিকিৎসা সেবা ও লাশ দাফন/সমাধি/সংকার দিতে দিতে। এক পর্যায়ে লাশ ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেই দৃশ্য দেখে আমাদের দেশে শুরু হয় লকডাউন। সামাজিক যোগাযোগে তৈরি হয় দুরত্ব, কলকারখানা, অফিস, আদালত, স্কুল ও কলেজ অনিদিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় অর্থনৈতিক মন্দা। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী সকল নাগরিকের চোখে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। দেখা দেয় খাদ্যাভাব, ব্যহত হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সকল চিকিৎসা সেবা। কর্মহীন হয়ে পড়ে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ, অনেকে চাকুরীচ্যুত হন। ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে অসহায় ঘরবন্দি মানুষজন রাস্তায় নেমে আসে এক মুঠো খাবারের অন্বেষনে এবং দেশের অনেক জায়গায় করোনা আক্রান্ত মৃতব্যক্তির লাশ দাফনে আসে অনেক সামাজিক বাঁধাবিপত্তি। এমন দৃশ্য দেখে আমি খুবই মর্মাহত ও বিচলিত হই। তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং পাথওয়ে'র ফেসবুক পেইজে আহ্বান জানাই, যাদের সাহায্য প্রয়োজন তাঁরা যেন পাথওয়ে'র সাথে যোগাযোগ করে। কিছু সময়ের ব্যবধানে সাহায্যের জন্য পাথওয়ে'র ফেসবুক পেইজে প্রচুর রিকয়েস্ট আসে। সহযোগিতার হাত বাড়াতে মাঠে নামে পাথওয়ে'র স্বেচ্ছাসেবক টিম। শুরু হয় প্যাকেটজাত শুকনো খাবার এবং রান্না করা খাবার বিতরণ এবং লাশ দাফনের জন্য পাথওয়ে একটি কমিটি গঠন করি। এমনকি নাম পরিচয় গোপন রেখে মধ্যবিত্ত অসহায় পরিবারের মাঝে ঘরে ঘরে গিয়ে খাবার পৌঁছে দেয়া এবং সমাজে অবহেলিত বৃহত্তর মিরপুরে বসবাসরত তৃতীয় লিঙ্গ সম্পদায়ের খাদ্য সহায়তা। অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও নিজের সবটুকু সামর্থ দিয়ে অসহায় মানুষের সেবাদান অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেছি।

তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে অনুরোধ রইল। আমরা যেন একে অপরের প্রতি যে কোন বিপদে সহানুভুতিশীল হই। কেননা কোন সমস্যাই চিরদিন থাকে না। আমরা প্রত্যেকেই যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে কোন দুর্যোগ মহামারিতে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। তবেই এগিয়ে যাবো আমরা ১৮ কোটি বাঙালী এবং এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

মোঃ শাহিন
নির্বাহী পরিচালক, পাথওয়ে

পটভূমি

বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ করোনা মহামারির দূর্যোগ মূহুর্তে এদেশের মানুষের আর্তমানবতার সেবায় পাথওয়ে'র ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা। (সময় কালঃ ৮ই মার্চ ২০২০ ইং প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হওয়ার পর থেকে)

মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য এই মহান উক্তিটিকে সামনে রেখে পাথওয়ে'র নির্বাহী পরিচালক "করোনা আক্রান্ত অসহায় ঘরবন্ধী মানুষের স্বাস্থ্য সেবা এবং করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের মত কঠিন চ্যালেঞ্জের সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের কিছু বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, ত্যাগী, মানবপ্রেমী ও সাহসী একদল স্বেচ্ছাসেবক'কে আদর, ভালবাসা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সহযোদ্ধা হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করোনা আক্রান্ত মানুষের সেবা নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষের মাঝে ঘরে ঘরে গিয়ে খাবার সামগ্রী বিতরণ, কোথাও থেকে করোনা আক্রান্ত কোন রোগীর সংবাদ পেলে তাকে নিজ খরচে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের মাধ্যমে হাসপাতালে পাঠানো, মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন, টেলিমেডিসিন সেবা দান এবং ব্রডকাস্ট জার্নালিজম সেন্টার (বিজেসি)র সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত সাংবাদিকদের জন্য ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সুবিধা নিশ্চিত করণ। এসবই ছিল করোনা দূর্যোগকালীন সময়ে পাথওয়ে'র মূল ভূমিকা। দিন যতই যাচ্ছে ততই খারাপের দিকে যাচ্ছে দেশের করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আর তাই ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় একের পর এক সরকারের পক্ষ থেকে শুরু হতে লাগলো লকডাউন। সকল পরিস্থিতিকে পাশ কাটিয়ে পাথওয়ে'র সেবা কার্যক্রম ছিল অটুট ও অবিচল।

করোনাকালীন সময়ে যাদের অবদান

মোঃ শাহিন
নির্বাহী পরিচালক, পাথওয়ে

মোঃ মনির হোসেন
দলনেতা, পাথওয়ে

মোঃ আব্দুল করিম
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ হানিফ মাহমুদ
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ বাহার উদ্দিন
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ ইব্রাহিম
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ হাসান মিজি
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ দুঃখু
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ বাহাদুর
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ আকাশ
সদস্য, পাথওয়ে

মোঃ শিমুল
সদস্য, পাথওয়ে

প্রাসঙ্গিক কথা

বাকরুদ্ধ ঘরবন্দি প্রতিটি পরিবার। কোথাও জনমানবের কোলাহল বা যানবাহনের শব্দ নেই। বায়ু দূষণ, শব্দদূষণ সব যেন গা ঢাকা দিয়েছে করোনা ভয়ে! অন্যদিকে ভাই যেমন তাঁর বোনকে দেখছে না তেমনি মা তাঁর সন্তানকে, এমনকি বাবা তার ছেলেকে সকলেই মৃত্যু ভয়ে কাতর! যে যার মত নিরাপদ থাকছে। অথচ পাথওয়ে'র স্বেচ্ছাসেবক টিম এগিয়ে চলেছে নিরন্তর অসহায় মানুষের সেবায় দিন রাত বিরামহীন। এরই মধ্যে হঠাৎ স্ব-পরিবারে করোনায় আক্রান্ত হলেন মানবতার অগ্র-পথিক পাথওয়ে'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহিন। শুরু হলো স্ব-পরিবারে হোম কোয়ারেন্টাইন। অনেক দিন গত হলো। চিকিৎসাও হলো যথাসাধ্য। তিনি স্ব-পরিবারে আরোগ্য লাভ করেন। আবারও পথচলা নতুন করে করোনা যুদ্ধ জয়ের নেশায় সেবার ব্রত নিয়ে আক্রান্ত মানুষের দ্বারে দ্বারে মনে সাহস যোগাতে ও সেবা নিশ্চিত করতে ঠিক করেছেনও তাই? মানুষকে শিখিয়েছেন ভয় নয়, সচেতনতাই করবে জয়।

পাথওয়ে'র স্বেচ্ছাসেবক দল করোনাকালিন সময়ের অনেক কঠিন ও করুণ কাহিনী বুকে ও স্মৃতির আয়নায় যেমন ধরে রেখেছেন, তেমনি বাস্তবতার ইতিহাস সাঁজাতে কিছু কিছু স্মৃতি নিজেদের ক্যামেরায় বন্দী করে রেখেছেন। যা স্বচক্ষে না দেখলে আপনি/আমি/আমরা কেউই হয়ত বুঝতে চাইতাম না, বা বিশ্বাস করতাম না? কেননা আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে দূর্যোগকালীন সময়ে অনেক অনেক দুঃখজনক সংবাদ পেয়েছি। যা শুনলে বা দেখলে গা শীউরে উঠে? অনেক সন্তান মা-বাবাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে কেননা পরিবারের অন্য সদস্যরা বা নিজে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে। বিবেক কে প্রশ্ন করে দেখেন, এ কেমন সন্তান?

এমনি এক জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে যে বা যাঁরা করোনা আক্রান্ত মা-বোন/ভাইদেরকে সেবার ব্রত নিয়ে সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে বরং নিজেদের কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত অর্থের যোগান দিয়ে নিজেদের পরিবারের কথা না ভেবে করোনা আক্রান্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেখিয়েছেন, জানিনা? ১৮ কোটি জনতার এই বাংলাদেশে ঐ সকল সেবাদানকারী স্বেচ্ছাসেবক ভাইদেরকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর মতো কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছেন কিনা।

সময় ও নদীর স্রোত কোনটাই যেমন থেমে থাকে না। তদ্রুপ দেশে দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের চেষ্টাও থেমে থাকেনি। চলছে দিন রাত উজাড় করে করোনা প্রতিষেধক আবিস্কারের গবেষনা।বিশ্বনেটিজেনদের নানা রকম মন্তব্য।অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল ট্রাম্পের গালমন্দ, বেশ দোষ দেখিয়েছেন সুদুর চীনের উহান প্রদেশটাকে। কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সেটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন একাধিকবার। আসলে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল যেখানেই হোক না কেন সত্যিকার অর্থে ভাইরাসটি খুবই ছোঁয়াচে হওয়ার কারণে অতি অল্প সময়ে গোটা বিশ্বটাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানব বিপর্যয়ের এমন করুণ পরিনতি পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ আগে কখনো দেখিনি। মরনঘাতক করোনা ভাইরাস গত এক বছরে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, অন্যদিকে মানুষের চলার গতিকে করে দিয়েছে স্তব্ধ, বিশ্ব অর্থনীতিকে করেছে বিপর্যস্ত। এখনো প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর মিছিলে যোগ হচ্ছে। চলছে প্রলয়ংকরী করোনা তান্ডব। তবুও থেমে থাকেনি বিশ্বমানবের কর্মযজ্ঞ। সমস্ত আলোচনা ও সমালোচনাকে পাশ কাটিয়ে দেশে দেশে আবিস্কার হয়েছে করোনা প্রতিষেধক টিকা।পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৭ জানুয়ারি ২০২১ থেকে শুরু হয়েছে প্রানঘাতি করোনা প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ।

বিষয়সূচী

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	০১
২	সচেতনতা কার্যক্রম	০২
৩	শিক্ষার্থী ও পথচারীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ	০৩
৪	বিভিন্ন হাসপাতল সমূহে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ	০৪
৫	বিনোদনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি	০৫
৬	অসহায় দরিদ্র ও তৃতীয় লিঙ্গদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ	০৬
৭	জীবানুনাশক স্প্রে ছিটানো	০৭
৮	করোনাকালীন সময়ে রমজান মাসে ইফতার বিতরণ	০৮
৯	সাংবাদিকদের সংগঠন বিজেসি'র সাথে এ্যাম্বুলেন্স সেবা চুক্তি	০৯
১০	সাধারণ মানুষ ও গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত	১০
১১	টেলিমেডিসিন সেবা	১১
১২	লাশ দাফন কার্যক্রম	১২
১৩	পরিশেষে	১৩

ভূমিকা

পাথওয়ে বাংলাদেশের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে ১৯৯২ সালে। সংস্থাটি দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে আসছে জন্মলগ্ন থেকে। যুগের বির্বতনে পৃথিবীতে একের পর এক মহামারী হানা দিয়েছে তবুও মানুষ টিকে আছে পৃথিবীর বুকে আপন শক্তি ও বুদ্ধি খাটিয়ে। তেমনি পূর্বের মহামারীর ন্যায় কোভিড-১৯ এবার মহামারীর রূপ হয়ে আসে মানুষের মধ্যে। পুরো পৃথিবীকে খুব সহজেই গ্রাস করতে থাকে তার শক্তিতে। পৃথিবীর সব দেশে ক্রমান্বয়ে কোভিড-১৯ এর ছোঁয়া লাগতে থাকে। বাংলাদেশও তার থেকে বাদ যায়নি। ৮ই মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হবার পর মানুষের মধ্যে কোভিড-১৯ এর আতংক ছড়িয়ে পরে ব্যাপকভাবে। মরনঘাতক ভাইরাসটি প্রতিরোধে পাথওয়ে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করে। এর ফলে মানুষের মধ্যে সাহস ও শক্তি জোগায়। ভয় নয় সচেতনতাই করবে জয়।

সচেতনতা কার্যক্রম

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর লক্ষণ ও রোগী সনাক্ত করণ এরপর থেকে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কোভিড-১৯ সচেতনতা কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু হয়। পাথওয়ে'র পক্ষ থেকে দেশের মানুষের নিরাপদ থাকার জন্য গ্রহণ করা হয় নানা উদ্যোগ। দেশ ও দেশের মানুষের সেবায় পাথওয়ে তার অবস্থান থেকে সাহায্য ও সহযোগীতা করে আসে। পাথওয়ে কোভিড-১৯ সম্পর্কে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মানুষের মাঝে তুলে ধরে এবং বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। আমরা কিভাবে করোনা ভাইরাস এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং কিভাবে সচেতনতার সাথে কাজ চালিয়ে যাব তার নির্দেশনা পাথওয়ে'র পক্ষ থেকে মানুষের মাঝে তুলে ধরা হয়। মানুষের চলাফেরা, কর্মস্থল, যাতায়াত ইত্যাদিতে কোভিড-১৯ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও সুরক্ষা উপকরণ সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

দেশে করোনা মহামারীর শুরুতে পাথওয়ে'র একদল সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতামূলক লিফলেট বিতরণ ও হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন নির্দেশনা ও শ্লোগান প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হয়।

শিক্ষার্থী ও পথচারীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। করোনার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রথম দিকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় কোভিড-১৯ মহামারী ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী সবাই একসাথে সমবেত হলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে পাথওয়ে গ্রহণ করে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে যেন কোন সমস্যা না হয় তাই পাথওয়ে কোভিড-১৯ থেকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন উপকরন বিতরণ করে।

৮ই মার্চ ২০২০ দেশে সর্বপ্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্তের পূর্ব থেকেই পাথওয়ে'র উদ্যোগে ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী ও পথচারীদের মাঝে মাস্ক, স্যানিটাইজার ও হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি তাদেরকে এ বিষয়ে কি কি করণীয় তা নিয়ে সচেতন করা হয় এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ তথা লকডাউনের পূর্ব পর্যন্ত পাথওয়ে'র এ কার্যক্রম চলমান থাকে।

বিভিন্ন হাসপাতাল সমূহে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

হাসপাতাল সর্বদা অসুস্থ মানুষের সেবার জন্য পরিচালিত হয়। দেশের প্রতিটি হাসপাতাল গরীব-দুঃখী মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছে অবিরাম। করোনা মহামারীর সময় হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ বেড়ে যায়। আর এতে করে হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স সবাই করোনার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। করোনার কারণে হাসপাতালে যেকোন ধরনের সেবা ঝুঁকির মুখে পড়ে। যে মানুষগুলো রাত-দিন নিজেদের নিরাপত্তার কথা না ভেবে করোনা আক্রান্ত রোগী ও অন্যান্য অসুস্থদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে সেই প্রথম সারির করোনা যুদ্ধাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পাথওয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলোতে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী-মাস্ক, স্যানেটাইজার, পিপিই বিতরণ ও জীবানুনাশক স্প্রে ছিটানো সহ নানা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও সাধারণ রোগীদের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনমূলক প্রচারণা চালানো হয়।

বিনোদনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি

মানুষের মধ্যে করোনা ভাইরাসের প্রভাব দিন দিন ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। যে কারনে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয় দ্রুত বেড়ে যায়। মানুষের চলমান জীবনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা। ঘরবন্দী মানুষ সমস্ত বিনোদন থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশা ও উদাসীনতায় দিনযাপন করছিল। ঠিক সেই সময়ে বিনোদনের কথা মাথায় রেখে পাথওয়ে ব্যতিক্রমধর্মী এক উদ্যোগ গ্রহণ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী নানা-নাতির গম্ভীরা গানের আয়োজন করে। গানের মাধ্যমে জনগনের বিনোদনের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম করে পাথওয়ে। মানুষের মধ্যে করোনার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য গান ও ছোট নাটিকা উপস্থাপন করা হয়, যা মানুষকে সচেতন ও উৎসাহ প্রদান করে এবং করোনাকালীন সময়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

অসহায় দরিদ্র ও তৃতীয় লিঙ্গদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

অসহায় দরিদ্র মানুষগুলো সর্বদা জীবন যুদ্ধে নিজের পুরোটা জীবন অতিবাহিত করে থাকে। সারাটা জীবন তাদের দুঃখ-কষ্ট লেগেই থাকে। খাবার এর কষ্ট তাদের লেগেই থাকে। অতিদরিদ্র মানুষগুলোর সাথে যোগ হয়েছে তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়। সমাজে যাদের ছোট করে দেখা হয়। ভিক্ষাবৃত্তি এদের একমাত্র পেশা। সমাজে তৃতীয় লিঙ্গ মানুষ অবহেলিত হওয়ার কারণে তারা কোন কর্ম বা কাজে যোগদান করতে পারে না। পদে পদে তারা হয়রানির শিকার হয়। ফলে অসহায় দরিদ্র মানুষের সাথে তৃতীয় লিঙ্গরা তাদের জীবন পরিচালনা করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। করোনার কারনে যখন উন্নত দেশগুলোই জীবনমান পরিচালনায় বিপর্যয় দেখা দেয় সেখানে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশের মানুষ হয়ে আমরা বিভিন্ন দৈনন্দিন সমস্যায় পড়ে আছি। করোনার কারনে দেশের সব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষনা করে তখন এই হতদরিদ্র অসহায় ও তৃতীয় লিঙ্গ মানুষগুলো খেয়ে না খেয়ে দিন পার করে আসছে। গরীব মধ্যবিত্ত সবাই করোনার মধ্যে অতি কষ্টের জীবন যাপন করছে। করোনার মধ্যে গরীব দুঃখী মানুষের কথা মাথায় রেখে পাথওয়ে হাতে নেয় খাদ্য বিতরণের নানা উদ্যোগ। পাথওয়ে বাংলাদেশের একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। বাংলাদেশের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। করোনার মধ্যে খাবার এর জন্য গরীব-দুঃখী, তৃতীয় লিঙ্গ ও মধ্যবিত্ত সবাই খেয়ে না খেয়ে দিন পার করা মানুষগুলোর মধ্যে পাথওয়ে খাবার বিতরণ করে। পাথওয়ে রান্না করা ও প্যাকেটজাত করা শুকনো খাবার মানুষের মাঝে বিতরণ করে। পাথওয়ে করোনার মধ্যে সমাজের গরীব, দুঃখী, মধ্যবিত্ত, তৃতীয়লিঙ্গসহ ৩৫,০০০ পরিবারের মাঝে শুকনো ও রান্না করা খাবার বিতরণ করে।

জীবানুনাশক স্প্রে ছিটানো

বিশ্বজুড়ে এখন করোনার ভয়াবহতা ছড়িয়ে আছে। করোনার বিস্তার ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যেকটি দেশে। একের পর এক প্রাণ ঝরে যাচ্ছে অকালে। করোনা হাঁচি, কাশি, স্পর্স ইত্যাদির কারণে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মাঝে। আমরা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখলে করোনা প্রতিরোধ করতে পারবো। পরিবেশ ও বাসস্থান এবং যানবাহন এগুলো সঠিক ভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পাথওয়ে'র উদ্যোগে পরিবেশ ও মানুষের সুরক্ষার জন্য জীবানুনাশক স্প্রে ছিটানো হয়। করোনার শুরুতে এর প্রতিষেধক না থাকার কারনে ভাইরাসটির প্রতিরোধ এর জন্য প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাথওয়ের উদ্যোগে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে, বাসা-বাড়ি, রাস্তায়, যানবাহনে জীবানুনাশক স্প্রে ছিটানো হয় এবং বাসা-বাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি কিছু কিছু জায়গায় পাথওয়ে'র স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

করোনাকালীন সময়ে রমজান মাসে ইফতার বিতরণ

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদ। করোনার কারণে যেখানে মানুষের চলমান জীবন যাপন কষ্ট সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে ঈদের আনন্দ মানুষের মনে ক্ষীন হয়ে দাড়িয়েছে। ঈদের পূর্ববতী ৩০ দিন মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক রোজা থাকতে হয়। করোনার মধ্যে মানুষের আয়-রোজগার কমে যাওয়ার কারনে গরীব, দুঃখী মানুষের পক্ষে ইফতার করা কষ্টকর হয়ে পরে। তাই গরীব, দুঃস্থ এবং তৃতীয় লিঙ্গদের মধ্যে পাথওয়ে ইফতার বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিবারের কথা না ভেবে দেশ ও সাধারণ মানুষের কল্যানে যারা প্রতিনিয়তই জীবন বাঁজি রেখে কাজ করে যাচ্ছে সে সকল ট্রাফিক পুলিশের জন্য পাথওয়ে ২০২০ এর পবিত্র রমজান মাসে ইফতারের সু-ব্যবস্থা করে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতি বৎসরই পাথওয়ে'র উদ্যোগে ঢাকা শহরের বস্তি এলাকা, টার্মিনাল ও দরিদ্র জনবহুল এলাকা গুলোতে ইফতার বিতরণের এক মহতি কার্যক্রম পরিচলনা করে আসছে। যেহেতু ২০২০ সালে করোনার কারনে সাধারণ মানুষ লকডাউনের মধ্যে ছিলো তাই সে সময় দায়িত্বরত ঢাকা শহরের ট্রাফিক পুলিশদের মাঝে ইফতার বিতরণের এক সাহসী ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে পাথওয়ে।

সাংবাদিকদের সংগঠন বিজেসি'র সাথে এ্যাম্বুলেন্স সেবা চুক্তি

প্রত্যকটি দেশের গণমাধ্যমগুলো সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যে কোন গণমাধ্যম দেশের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীর কাছে। কোভিড-১৯ এর সময় দেশের মানুষ যখন জীবন ও করোনার ভয়ে সবাই যখন নীড়ে অবস্থান করছে তখন দেশের গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটছে জীবনের মায়া ত্যাগ করে। পাথওয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের কথা চিন্তা করে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও করোনা আক্রান্ত সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের জন্য এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই লক্ষ্যে পাথওয়ে ব্রডকাস্ট জার্নালিজম সেন্টার (বিজেসি'র) সাথে একটি সেবাচুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিতে উল্লেখ থাকে যে, যদি কোন সাংবাদিক সংবাদ সংগ্রহের সময় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন তাহলে তাদের বিনামূল্যে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় এমকি তাঁদের পরিবাররের সদস্যদেরও। এই চুক্তির ফলে গণমাধ্যমের ৪১ জন সাংবাদিক এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সেবা লাভে সক্ষম হয়েছেন।

সাধারণ মানুষ ও গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত

করোনা কালে গর্ভবর্তী মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। হাসপাতালে কোভিড-১৯ রোগী আনা নেওয়া বা সেবাদান সঠিক ভাবে সম্পাদনে অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছিল। সে কারণে করোনা রোগী আনা নেওয়ার জন্য পাথওয়ে নিজস্ব গাড়ী এবং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করে। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এসময়টা খুবই কঠিন ছিল। সঠিক ভাবে তাদের সেবা প্রদান ব্যহত হচ্ছিল। সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে পাথওয়ে গর্ভবতী মায়েদের জন্য এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করেন। কোভিড আক্রান্ত অসহায় মানুষ ও গর্ভবতী মায়েদের ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়। করোনায় আক্রান্ত অথবা এর লক্ষণ বিশিষ্ট লোকদের সকল সুরক্ষা নির্দেশনা অনুসরণ করে হাসপাতালে আনা-নেওয়ার কাজ বিশেষায়িত অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে পাথওয়ের স্বেচ্ছাসেবকগণ সম্পাদন করেছেন।

টেলিমেডিসিন সেবা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে টেলিমেডিসিন সেবা অনেক গুরুত্ব বহন করে থাকে। প্রযুক্তির বিশ্বে দিন দিন টেলিমেডিসিন সেবার গুরুত্ব বাড়ছে। মানুষ ঘরে বসে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার সেবা নিচ্ছে। উন্নত বিশ্বের মত বাংলাদেশে টেলিমেডিসিন সেবার প্রসার বাড়ছে। করোনা মহামারির কারণে টেলিমেডিসিন সেবার ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে। ঘরে বসে মানুষ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা নিয়ে যাচ্ছে। এতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে একে অপরের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। করোনায় প্রাদূর্ভাবের সময় যখন মানুষ বাহিরে বের হচ্ছিলো না ঠিক সেই সময় পাথওয়ে টেলিনেটওয়ার্কের সুবিধা নিয়ে টেলিমেডিসিন নামে একটি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। যা এখনো চলমান রয়েছে। টেলিমেডিসিন হলো মোবাইলের মাধ্যমে মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পাথওয়ে মোবাইলের মাধ্যমে কেবল স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শই প্রদান করেনি পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ঔষধও বিনামূল্যে অসহায় গরীব মানুষদেরকে প্রদান করে আসছে। পাথওয়ের এই টেলিমেডিসিন বিষয়ক প্রকল্পটি এখনো চলমান রয়েছে।

লাশ দাফন কার্যক্রম

করোনা ভাইরাস মহামারির সংকটকালে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পাথওয়ে'র উদ্যোগে যেসকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় তার মধ্যে অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ কাজ হচ্ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করিলে ভয়ে কাছের আত্মীয়-পরিজনও তার কাছে যায় না। যে জন্য দেখা যায় কেবলমাত্র ঢাকা শহরেই নয় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা মৃতদেহ হাসপাতালে বা বাসা বাড়ীতে দীর্ঘদিন পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাংলাদেশের একমাত্র বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পাথওয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে করোনায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির ধর্মীয় আচার মেনে দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে। করোনায় মৃত্যুবরণ করেছে এবং লাশ দাফনের কেউ নেই এমন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে পাথওয়ে'র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তা দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে। সুদূর চট্টগ্রামে করোনায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির লাশ পাথওয়ে'র উদ্যোগে ঢাকায় এনে দাফনের ব্যবস্থা করে। পাথওয়ে'র এই কার্যক্রমটি দেশব্যাপী অত্যন্ত প্রশংসা অর্জন করে। যা দেশের সকল গণমাধ্যমে এ বিষয়ে প্রতিবেদন সম্প্রচার করে। লাশ দাফনের এই কার্যক্রমটি এখনো চলমান রয়েছে।

পরিশেষে

করোনার লকডাউনের সময় হতে শুরু করে অদ্যাবধি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পাথওয়ে যে অবদান রেখে চলেছে তা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। পাথওয়ে তার সীমিত সামর্থ দিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব তহবিল হতে কেবলমাত্র বিবেক আর মানবিক তাড়নায় উজ্জিবীত হয়ে করোনা বিস্তারের শুরু হতে অদ্যাবধি তার কার্যক্রম চলমান রেখেছে। পাথওয়ের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: শাহীন এর ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠা আর দিকনির্দেশনায়ই মুলত: এই কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে করোনার প্রভাবে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই আর্থ-সামাজিক কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পারস্পারিক ভালবাসা, সহমর্মিতা, আন্তরিকতা দিয়ে এই জটিল পরিস্থিতিকে কিছুটা হলেও মোকাবেলা করা যেতে পারে আর এ জন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র ইতিবাচক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী।

পাথওয়ে

ঠিকানাঃ

৪৮/৩, সেনপাড়া পর্বতা, কাফরুল, মিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ।
ফোনঃ ০২-৫৮০৫৩৭৪৩, মোবাঃ ০১৮৭০-৭২১১৬০
info@pathwaybd.org, www.pathwaybd.org
facebook.com/pathwaybd, instagram.com/pathway350
twitter.com/pathwaybd, youtube.com/pathwaybd